Bakshal report Amardesh  
  
একদলীয় শাসন বাকশাল গঠনের সেই কালো দিবস ছিল কাল। ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে রচিত হয় এই তমসাবৃত অধ্যায়ের। এই দিন তত্কালীন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের মানুষের সব মৌলিক রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে এক আদেশবলে দেশের সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্তির মাধ্যমে ‘বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ’ (বাকশাল) নামে একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠন করেন। একই সঙ্গে নিজেকে তিনি এই দলের চেয়ারম্যান হিসেবে ঘোষণা দেন। পাশাপাশি দল পরিচালনা এবং দলের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও একক ক্ষমতার অধিকারী হন। প্রেসিডেন্টের এই আদেশের ফলে অন্যান্য সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত হয় এবং দেশে বিরাজ করে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল—বাকশাল । ওই বছর ৭ জুন বাকশালের গঠনতন্ত্র, কার্যনির্বাহী, কেন্দ্রীয় কমিটি ও পাঁচটি ফ্রন্ট এবং এর কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়। প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় দলের চেয়ারম্যান হিসাবে সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল পদে প্রধানমন্ত্রী এম মনসুর আলীর নাম ঘোষণা করেন। জিল্লুর রহমান, শেখ ফজলুল হক মনি ও আবদুর রাজ্জাককে দলের সেক্রেটারি করা হয় । ফ্রন্ট পাঁচটি হলো : জাতীয় কৃষক লীগ, জাতীয় শ্রমিক লীগ, জাতীয় মহিলা লীগ, জাতীয় যুবলীগ ও জাতীয় ছাত্রলীগ। এর সেক্রেটারিরা ছিলেন—কৃষক লীগ ফনী মজুমদার, শ্রমিক লীগ অধ্যাপক ইউসুফ আলী, মহিলা লীগ বেগম সাজেদা চৌধুরী, যুবলীগ তোফায়েল আহমদ, ছাত্রলীগ শেখ শহীদুল ইসলাম। ১৫ জনকে নিয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি এবং ১১৫ জন সদস্য রাখা হয় কেন্দ্রীয় কমিটিতে। এই বাকশালের দর্শন বাস্তবায়নের জন্য ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন এক আদেশবলে দেশের সবক’টি সংবাপত্র বিলুপ্ত করে রাতারাতি বাকস্বাধীনতা হরণ করা হয়। শুধু সরকারি ব্যবস্থাপনায় দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, বাংলাদেশ অবজারভার এবং বাংলাদেশ টাইমস এই চারটি পত্রিকা সাময়িকভাবে প্রকাশনার সুযোগ দেয়া হয়। এভাবে শেখ মুজিবুর রহমান ওই সময় আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এসবই করা হয় ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে। ওইদিন সংসদে শেখ মুজিবুর রহমান পেশকৃত চতুর্থ সংশোধনী বিল পাসের মাধ্যমে দেশের সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্তির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে একদলীয় শাসন তথা বাকশাল গঠনের পথ উন্মুক্ত করা হয়। একই সঙ্গে এ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় এবং শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। আর এ পদক্ষেপকে শেখ মুজিবুর রহমান তার দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা হিসেবে উল্লেখ করেন। এসব ঘটনা ওই সময় দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলাসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে আবার বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু হয়।

১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বাকশাল গঠন এবং এ সংক্রান্ত আদেশ এবং রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি সংক্রান্ত খবর পরদিন দৈনিক ইত্তেফাকসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করে। আর ৭ জুন গঠিত বাকশালের গঠনতন্ত্র কার্যনির্বাহী ও কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ৫টি ফ্রন্ট গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়। এবং এ খবর ৭ জুনেরই ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়। এসব রিপোর্টের কয়েকটি তুলে ধরা হলো।

একটিমাত্র জাতীয় দল : কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ

পার্টির চেয়ারম্যান পদে বঙ্গবন্ধু

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (সোমবার) এক আদেশ বলে ‘বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ’ নামে একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। এখন হইতে এই দেশে এই একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকিবে। বঙ্গবন্ধু এই দলের চেয়ারম্যান থাকিবেন। সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা তিনিই গ্রহণ করিবেন এবং উহা পরিচালনার যাবতীয় ক্ষমতা তাঁহার হাতে ন্যস্ত থাকিবে। প্রেসিডেন্টের এই আদেশের ফলে অন্যান্য রাজনৈতিক দল স্বাভাবিকভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রেসিডেন্ট অন্য কোনো নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জাতীয় সংসদে অবলুপ্ত আওয়ামী লীগের সকল সদস্য, মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন। প্রেসিডেন্ট দলীয় সংগঠন নির্ধারণ না করা পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে অবলুপ্ত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি ব্যতিত অন্যান্য সকল কমিটি বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের কমিটি রূপে কাজ চালাইয়া যাইবে। দেশে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল সম্পর্কে গতকাল প্রেসিডেন্ট তিনটি আদেশ জারী করেন। ১নং আদেশ—

প্রেসিডেন্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র— এই মৌলিক রাষ্ট্রীয় নীতিসমূহের পূর্ণতাদানের উদ্দেশ্যে দেশে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের নির্দেশদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছেন। অতএব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৭-ক অনুচ্ছেদের (১) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রেসিডেন্ট দেশে এখন হইতে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকিবে বলিয়া নির্দেশ দান করিতেছেন।

২নং আদেশ—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৭-ক অনুচ্ছেদের (২) ও (৩) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রেসিডেন্ট নিজেকে চেয়ারম্যান করিয়া বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ নামে একটি জাতীয় দল গঠন কয়িয়াছেন। ইহা সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা তিনিই গ্রহণ করিবেন এবং ইহার পরিচালনার যাবতীয় ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে।

৩নং আদেশ—

রাষ্ট্রপতি অন্য কোনো নির্দেশ দান না করিলে জাতীয় সংসদের অবলুপ্ত আওয়ামী লীগ দলীয় সকল সদস্য, মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীগণ বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন। প্রেসিডেন্ট দলীয় সংগঠন নির্ধারণ না করা পর্যন্ত অবলুপ্ত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি ব্যতীত অন্যান্য সকল কমিটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের কমিটি রূপে কাজ চালাইয়া যাইবে। (দৈনিক ইত্তেফাক : ২৫ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ১৯৭৫)

অন্যান্য দলের অবলুপ্তি

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (সোমবার) প্রেসিডেন্টের আদেশ অনুযায়ী ‘বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে দেশে একদলীয় রাজনীতি প্রবর্তিত হইল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘটিল। গত ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে গৃহীত সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট দেশে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করিলে অন্যান্য রাজনৈতিক দল স্বাভাবিকভাবে ভাঙ্গিয়া যাইবে।

গতকাল বিকাল সাড়ে ৫টায় একটি রাজনৈতিক দল গঠন সম্পর্কিত প্রেসিডেন্টের আদেশের সাথে সাথে দেশের ১৪টি রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘটিল। দলগুলি হইতেছে (১) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, (২) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর), (৩) বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, (৪) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী), (৫) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, (৬) ইউনাইটেড পিপলস পার্টি (ন্যাপ সুধারামী, লেনিনবাদী), কমিউনিস্ট পার্টি, মোজাফফর ন্যাপের বিদ্রোহী অংশ ও প্রগতিশীল কর্মীগণ, (৭) জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন (বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি ও বামপন্থী কর্মীগণ), (৮) বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, (৯) বাংলা জাতীয় লীগ, (১০) বাংলাদেশ লেবার পার্টি, (১১) জাতীয় গণতন্ত্রী দল, (১২) বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস, (১৩) মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও (১৪) শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী। (দৈনিক ইত্তেফাক : ২৫ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ১৯৭৫)

উপরাষ্ট্রপতি-স্পীকার জাতীয় দলের সদস্য বিবেচিত হবেন

বাংলাদেশের উপরাষ্ট্রপতি এবং জাতীয় সংসদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের সদস্য বলে বিবেচিত হবেন। গতকাল ঢাকায় প্রকাশিত রাষ্ট্রপতির এক আদেশে একথা ঘোষণা করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আর এক আদেশে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতির অপর কোনো নির্দেশ না থাকা পর্যন্ত অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের সেন্ট্রাল ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্য ও বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের বলে বিবেচিত হবেন।

সদর দফতর

রাষ্ট্রপতির আদেশে ঘোষণা করা হয় যে, অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের সদর দফতর হবে অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিস। গতকাল বাসসের খবরে একথা উল্লেখ করা হয়। (দৈনিক ইত্তেফাক : ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫)

জাতীয় দলের গঠনতন্ত্র কার্যনির্বাহী ও কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

আজ (শনিবার ) একক জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র, কার্যনির্বাহী ও কেন্দ্রীয় কমিটি ও পাঁচটি ফ্রন্ট এবং উহার কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় দলের চেয়ারম্যান হিসাবে সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল পদে প্রধানমন্ত্রী জনাব এম মনসুর আলীর নাম ঘোষণা করিয়াছেন। দলের তিনজন সেক্রেটারী হইলেন জনাব জিল্লুর রহমান, শেখ ফজলুল হক মণি ও জনাব আবদুর রাজ্জাক। ৫টি ফ্রন্টের নাম হইল : জাতীয় কৃষক লীগ, জাতীয় শ্রমিক লীগ, জাতীয় মহিলা লীগ, জাতীয় যুবলীগ ও জাতীয় ছাত্রলীগ। সেক্রেটারীগণ হইলেন : কৃষকলীগ মি: ফনী মজুমদার, শ্রমিক লীগ অধ্যাপক ইউসুফ আলী, মহিলা লীগ বেগম সাজেদা চৌধুরী, যুবলীগ জনাব তোফায়েল আহমদ, ছাত্রলীগ শেখ শহীদুল ইসলাম। কার্যনির্বাহী কমিটিতে ১৫ জন সদস্য রহিয়াছেন। বঙ্গবন্ধু এই কমিটির চেয়ারম্যান। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা হইল ১১৫ জন। জাতীয় দলের সংবিধানে বলা হয় যে, জাতীয় দল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাসহ অন্যান্য নীতিসমূহ ও উদ্দেশ্যাবলী জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত উদ্যম সৃষ্টির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পন্থায় বাস্তবে রূপান্তরিত করিতে অবিচল নিষ্ঠা, সততা, শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তার সহিত সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিবে।

গঠনতন্ত্রে বলা হয় যে, বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের প্রতীক হইবে নৌকা এবং দলের পতাকা হইবে দুই তৃতীয়াংশ সবুজ ও এক তৃতীয়াংশ লাল। সবুজের উপর চারটি লাল বর্ণের তারকা খচিত থাকিবে। কার্যনির্বাহী কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি, দলীয় কাউন্সিল, জেলা কমিটি, জেলা কাউন্সিল, থানা ও আঞ্চলিক কমিটি এবং ইউনিয়ন ও প্রাথমিক কমিটি— এই ৭টি সাংগঠনিক কমিটি সমবায়ে জাতীয় দল গঠিত হইবে। দলের সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতা কার্যনির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে। জাতীয় দলের ৫টি অঙ্গসংগঠন থাকিবে এবং অঙ্গসংগঠনগুলি কার্যনির্বাহী কমিটির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য সম্পন্ন করিবে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক আদেশবলে ‘বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ’ নামে একটি জাতীয় দল রাজনৈতিক দল গঠন করেন। প্রেসিডেন্ট অন্য কোনো নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জাতীয় সংসদে অবলুপ্ত আওয়ামী লীগের সকল সদস্য, মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের সদস্য বলিয়া গণ্য হন। প্রেসিডেন্ট দলীয় সংগঠন নির্ধারণ না করা পর্যন্ত অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে অবলুপ্ত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের কমিটি রূপে কাজ চালাইয়া যায়। (দৈনিক ইত্তেফাক : ৭ জুন ১৯৭৫)

কার্যনির্বাহী ও কেন্দ্রীয় কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৭-ক অনুচ্ছেদের (৩) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত লইয়াছেন যে জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি ও একটি কেন্দ্রীয় কমিটি থাকিবে। রাষ্ট্রপতি নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে এই কমিটি দ্বয়ের সদস্য মনোনীত করিয়াছেন।

কার্যনির্বাহী কমিটি

(১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান—চেয়ারম্যান, (২) জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম (৩) জনাব এম মনসুর আলী (৪) জনাব খন্দকার মোশতাক আহমদ (৫) জনাব আবুল হাসানাত মোহাম্মদ কামরুজ্জামান (৬) জনাব আব্দুল মালেক উকিল (৭) অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, (৮) শ্রী মনোরঞ্জন ধর (৯) ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, (১০) জনাব শেখ আবদুল আজিজ, (১১) জনাব মহীউদ্দিন আহমদ, (১২) জনাব গাজী গোলাম মোস্তফা, (১৩) জনাব জিল্লুর রহমান—সেক্রেটারী।

কেন্দ্রীয় কমিটি

(১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি— চেয়ারম্যান (২) জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, উপরাষ্ট্রপতি (৩) জনাব এম মনসুর আলী, প্রধানমন্ত্রী— সেক্রেটারী জেনারেল, (৪) জনাব আবদুল মালেক উকিল, স্পীকার (৫) জনাব খন্দকার মোশতাক আহমদ, বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যমন্ত্রী (৬) জনাব আবুল হাসানাত মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, শিল্পমন্ত্রী (৭) জনাব মুহম্মদ উল্লাহ, ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী (৮) জনাব আবদুস সামাদ আজাদ কৃষিমন্ত্রী, (৯) অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, শ্রম, সমাজকল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী (১০) শ্রী ফনী মজুমদার, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী (১১) ড. কামাল হোসেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী (১২) জনাব মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন, গণপূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী (১৩) জনাব আব্দুল মান্নান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী, (১৪) জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবত, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি সম্পদ বিদ্যুত্ ও বন, মত্স্য ও পশুপালন মন্ত্রী (১৫) শ্রী মনোরঞ্জন ধর, আইন, সংসদ বিষয়াবলী ও বিচারমন্ত্রী, (১৬) জনাব আব্দুল মমিন, খাদ্য, বেসামরিক সরবরাহ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী, (১৭) জনাব আসাদুজ্জামান খান, পাট মন্ত্রী (১৮) জনাব এম. কোরবান আলী, তথ্য বেতারমন্ত্রী (১৯) ড. আজিজুর রহমান মল্লিক, অর্থমন্ত্রী , (২০) ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, শিক্ষামন্ত্রী, (২১) জনাব তোফায়েল আহমেদ, রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী, (২২) জনাব শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন চিফ হুইপ, (২৩) জনাব আবদুল মমিন তালুকদার, সমবায় প্রতিমন্ত্রী, (২৪) জনাব দেওয়ান ফরিদ গাজী, বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী (২৫) অধ্যাপক নুরুল ইসলাম চৌধুরী, প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী (২৬) জনাব তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, তথ্য ও বেতার প্রতিমন্ত্রী, (২৭) জনাব মোসলেমউদ্দিন খান, পাট প্রতিমন্ত্রী, (২৮) জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম মঞ্জুর যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী, (২৯) জনাব কে এম ওবায়দুর রহমান, ডাক, তার ও টেলিফোন প্রতিমন্ত্রী (৩০) ডা. ক্ষিতীশচন্দ্র মণ্ডল, ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রতিমন্ত্রী, (৩১) জনাব রেয়াজ উদ্দিন আহমেদ, বন, মত্স্য ও পশুপালন প্রতিমন্ত্রী (৩২) জনাব এম বায়তুল্লাহ, ডেপুটি স্পীকার, (৩৩) জনাব রুহুল কুদ্দুস, রাষ্ট্রপতির প্রধান সচিব, (৩৪) জনাব জিল্লুর রহমান এমপি, সেক্রেটারী, (৩৫) জনাব মহিউদ্দিন আহমদ এমপি, (৩৬) জনাব শেখ ফজলুল হক মণি, সেক্রেটারী, (৩৭) জনাব আব্দুর রাজ্জাক এমপি, সেক্রেটারী, (৩৯) জনাব আনোয়ার চৌধুরী, (৪০) বেগম সাজেদা চৌধুরী এমপি, (৪১) বেগম তসলিমা আবেদ এমপি, (৪২) জনাব আবদুর রহিম, দিনাজপুর, (৪৩) জনাব আব্দুল আওয়াল এমপি, রংপুর, (৪৪) জনাব লুত্ফর রহমান এমপি, রংপুর, (৪৫) জনাব এ কে মুজিবুর রহমান এমপি বগুড়া, (৪৬) ড. মফিজ চৌধুরী এমপি, বগুড়া, (৪৭) ডা. আলাউদ্দিন এমপি, রাজশাহী, (৪৮) ডা. আসহাবুল হক এমপি, কুষ্টিয়া, (৫০) জনাব রওশন আলী এমপি, যশোহর, (৫১) জনাব শেখ আবদুল আজিজ এমপি, খুলনা, (৫২) জনাব সালাহ উদ্দিন ইউসুফ এমপি, খুলনা, (৫৩) মি. মাইকেল সুশীল অধিকারী, খুলনা, (৫৪) জনাব কাজী আবুল কাশেম এমপি, পটুয়াখালী, (৫৫) জনাব মোল্লা জালালউদ্দিন আহমদ এমপি, ফরিদপুর (৫৬) জনাব শামসুদ্দিন মোল্লা এমপি, ফরিদপুর, (৫৭) শ্রী গৌরচন্দ্র বালা, ফরিদপুর, (৫৮) জনাব গাজী গোলাম মোস্তফা এমপি, ঢাকা নগর, (৫৯) জনাব শামসুল হক এমপি, ঢাকা, (৬০) জনাব সামসুদ্দোহা এমপি, ঢাকা, (৬১) রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া এমপি, ময়মনসিংহ

সূত্রঃ দৈনিক আমার দেশ